পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা
১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা ॥ ৩১শে মে ১৯৮৪ ইং ॥ ১লা রমজান ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে মে ১৯৮৪ | ৩৮শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ২০শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মুমেনের শান—দোওয়া ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২
* অমৃত বাণী : "মুমেনদের পরীক্ষার তাৎপর্য"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* খেলাফত—মুমেনদের রক্ষাকবচ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* আহমদী-বিরোধী অর্ডিনেন্সের প্রত্যাহার দাবী :	অনুবাদ সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* বি,বি,সির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আহমদীয়া জামাত প্রধানের সাক্ষাৎকার :	অনুবাদ : চৌধুরী আহমদ তৌফিক ও মাজহারুল হক	২১
* সংবাদ :		২৫

জরুরী সার্কুলার

বন্ধুগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমাদের বর্তমান আর্থিক বৎসর (১৯৮৩-৮৪) আগামী ৩০শে জুন ১৯৮৪ তারিখে শেষ হইবে। অদ্যাবধি আমরা সকল জামাত হইতে বাজেট মোতাবেক চাঁদা পাই নাই। অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট সাহেব ও সেক্রেটারী সাহেবান নিজ নিজ জামাতের পূর্ণ চাঁদা আদায় করিয়া আগামী ৩০শে জুনের (১৯৮৪) মধ্যেই অত্র দফতরে পাঠাইবেন। এই বিষয়ে গাফলতি করিবেন না।

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসালাম

খাকসার

এ, কে, রেজাউল করিম, সেক্রেটারী ফাইনান্স

পাকিস্তানে উচ্চ পর্যায়ের ইসলামী আইডিওলজী কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে

ইসলামাবাদ, মে ৩১—জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের বহু বিতর্কিত ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ,পি,পি,-এর বরাত দিয়া রয়টার এই সংবাদ দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত কাউন্সিলই বিগত জানুয়ারী মাসে আহমদীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ইসলাম ও মানবতা-বিরোধী সুপারিশসমূহ করিয়াছিলেন, যেগুলিকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তানে সামরিক সরকার বিগত এপ্রিলের শেষে আহমদীদের বিরুদ্ধে অর্ডিনেন্স জারী করেন।

হাদিস শরীফ

মুমেনের শান—দোওয়া ও ধৈর্য-স্থৈর্য

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি যেন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তখনও দেখিতেছেন, যখন তিনি (সাঃ) একজন নবী সম্বন্ধে ইহা বলিতেছিলেন যে, সেই নবীকে তাঁহার কওম মারধর করিল, তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিল এবং সেই নবী তাঁহার চেহারা হইতে প্রবাহিত রক্ত মুছিতে ছিলেন, আর বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিও এবং হেদায়েত দান করিও, কেননা তাহারা জানে না (তাহাদের অজ্ঞানতা বশতঃই তাহারা পৈশাচিক আচরণ করিয়াছে)। (মিশকাত)

(২) হযরত সোহাইব বিন সেনান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মোমিনের ব্যাপারও চমৎকার! তাহার সকল বিষয়ই বরকত ও আশিষের কারণ। এই গৌরব ও কল্যাণ একমাত্র মোমিনের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। যদি তাহার কোন খুশী ও আনন্দের বিষয় ঘটে, তাহা হইলে সে আল্লাহ্তায়ালার শোক্‌র আদায় করে এবং তাহার এই শোকরগোযারী তাহার জন্য অধিকতর কল্যাণ ও আশিসের কারণ হয়। আর যদি তাহার জন্য কোন দুঃখের বিষয় ঘটে, তাহা হইলে সে সবুর করে, ধৈর্য্য ধারণ করে এবং ইহাও তাহার জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়। (মুসলিম)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন প্রকৃত মুসলমান যদি কোন বিপদ, দুঃখ-কষ্ট, যাতনা, দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা ভোগ করে, এমনকি তাহার যদি কাঁটাও ফুটে, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা তাহার সেই বিপদ ও কষ্টের বিনিময়ে তাহার পাপ মোচন করিয়া দেন। (মুসলিম)

(৪) হযরত সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি একবার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে ইসলামের এমন কোন বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করুন যাহার সম্বন্ধে আমাকে আর অন্য কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিতে না হয় (অর্থাৎ সে বিষয়ে যেন আমার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয়)। হুজুর (সাঃ) উত্তরে বলিলেন, "তুমি বল যে, আমি আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম; অতঃপর উহাতে স্থির ও অবিচল থাক।" (মুসলিম)

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনটি বিষয় যাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে, সে-ই ঈমানের মাধুর্য অনুভব করিবে: (১) আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল (সাঃ) যেন তাহার নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়। (২) একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সে যেন কাহাকেও ভালবাসে। (৩) সে যেন আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে কুফর হইতে বাহির হইয়া আসার পর পুনরায় কুফরের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করে যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করিয়া থাকে। (বোখারী)

অনুবাদ :— মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

৩১শে মে ১৯৮৪ইং : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা : ৩১শে হিজরত ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **২০ রুকু**

১৫৯। তুমি বল, হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট রসুল আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের হুকুমতের অধিপতি, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনিই যিন্দা করেন এবং তিনিই মারেন; অতএব তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁহার রসুলের উপর, যে নবী ও উম্মী (এবং) যে ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁহার কালামের উপর, এবং তোমরা তাহার অনুগমন কর যেন তোমরা হেদায়ত পাও।

১৬০। এবং মুসার জাতির মধ্যে এমন এক জামাত আছে যাহারা সত্যের সাহায্যে হেদায়ত পাইতেছে এবং উহার সাহায্যে (দুনিয়াতে) ন্যায় বিচার করিতেছে।

১৬১। এবং আমরা তাহাদিগকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিলাম বিভিন্ন জাতিরূপে এবং মুসার জাতি যখন তাহার নিকট পানির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরের উপর আঘাত কর, (যখন সে ইহা করিল) তখন উহা হইতে বারটি ঝর্না ফাটিয়া বাহির হইল; প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট চিনিয়া লইল এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম, এবং আমরা তাহাদের জন্য মান্না ও সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), তোমরা পবিত্র ও রুচিকর খাদ্য হইতে খাও, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি এবং তাহারা আমাদের প্রতি যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের জানের উপর যুলুম করিতেছিল।

১৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন তাহাদিগকে (অর্থাৎ বনি ইসরাইলকে) বলা হইয়াছিল, তোমরা এই শহরে বাস কর এবং উহা হইতে যথেচ্ছা আহার কর এবং বলিতে বলিতে যাও, আমাদের উপর হইতে আমাদের পাপের বোঝা নামাইয়া দাও এবং ঐ (শহরের) দরজার মধ্যে পূর্ণ ফরমাবরদারীর সহিত প্রবেশ কর, (তাহা হইলে) আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব, আমরা নিশ্চয় হিতকারীগণকে সমৃদ্ধ করিব।

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা অন্য এক কথা বদলাইয়া বলিতে লাগিল, সুতরাং তাহাদের যুলুমের জন্য আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে আযাব নাযেল করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

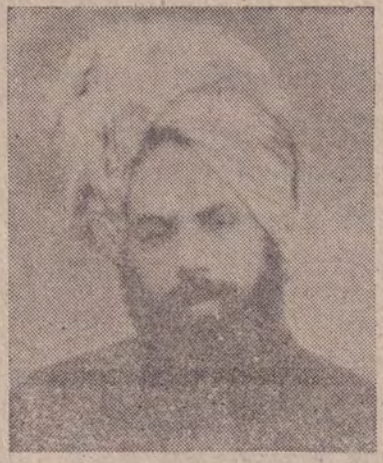

মনোনীত বান্দাদিগকে ডুবাইয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে পরীক্ষায় ফেলা হয় না, বরং যাহাতে তাহারা তৌহীদ রূপ নদীর তলদেশে অবস্থিত মণিমানিক্যের উত্তোলনের অধিকারী হইতে পারে সেজন্যই তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়া থাকে।

দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদাবলীর আগমনে এই রহস্যটিও নিহিত যে, সেগুলির দ্বারা যেন তাহাদের আখলাক ও নৈতিক উৎকর্ষের নমুনা ও দৃষ্টান্ত সমূহ জগতকে দেখানো হয়।

খোদাতায়ালার মাহ্‌বুব ও প্রিয়দের উপর দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয়। তাহাদের এই সকল দুঃখ-কষ্টে এক তাৎপর্যপূর্ণ রহস্য থাকে। তাহাদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক ও কঠিন বিপদাবলী এজন্য আসে না যে তাহারা যেন ধ্বংস হইয়া যায় বরং এজন্য আসে যে, তাহারা যেন অধিকতর ফুলে ও ফলে সুশোভিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেখ, পৃথিবীতে প্রতিটি মূল্যবান পদার্থের ক্ষেত্রে খোদাতায়ালা এ নিয়ম ও কানুনই নির্ধারণ করিয়াছেন যে প্রথমতঃ উহাকে আঘাতাবলীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। যেমন, কৃষক জমিতে হাল চালায় এবং খুব কর্ষণ করিয়া—যেন উহার কলিজা চিরিয়া—মাটিকে মিহিন (সরু) করিয়া ফেলে, এমন কি বাতাসের ঝাপ্টা উহাকে এদিক-ওদিক উড়াইয়া ফিরায়। ইহাতে কোন নির্বোধ ব্যক্তিই ধারণা করিবে যে, কৃষক বড়ই ভুল করিয়াছে যে ভাল জমিটাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি খুব বুঝে যে, জমিকে যতক্ষণ এ পর্যায়ে উপনীত করা না হয়, ততক্ষণ উহা ফল বা ফসল উৎপাদনের উপযোগী হইতে পারে না এবং উহার উৎপাদন ক্ষমতার উৎকৃষ্টতা দেখাইতে পারে না। তেমনি, সেই জমিতে বীজ ফেলা হয়, যাহা মাটিতে মিশিয়া মাটির সহিত প্রায় একাকার হইয়া যায়। কিন্তু কৃষক কি সেই শস্যদানা এজন্য মাটিতে গাড়িয়া দেয় যে সে ঐগুলিকে ঘৃণার চোখে দেখে? না, না, ঐ শস্যদানা তাহার দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া থাকে। সেগুলি মাটিতে গাড়িবার উদ্দেশ্য একমাত্র ইহাই যে, সেগুলি অঙ্কুরিত হউক, ফলে-ফুলে সুশোভিত হউক এবং এক একটির স্থলে সহস্র সহস্র শস্যদানা উৎপাদিত হউক।

যোগ্যতা সম্পন্ন সুপ্ত শক্তির বহিপ্রকাশের জন্য খোদাতায়ালা যেহেতু এই নিয়ম ও কানুনই নির্ধারিত করিয়াছেন সেইহেতু তিনি তাঁহার খাস বান্দাদিগকে বপৎপাতে যেন মাটিতে ফেলিয়া

দেন এবং মানুষ তাহাদের উপর দিয়া হাটিয়া চলে এবং তাহাদিগকে পদদলিত করে। কিন্তু তাহারা সেই সবুজ চারাগাছের ন্যায় (যাহা খর-কুটায় আচ্ছাদিত শস্যদানা হইতে নির্গত হয়) অভ্যুত্থিত হয় এবং কল্পনাতীত রঙ ও রূপ সহকারে প্রকাশিত হয় যাহা দেখিয়া মানুষ আশ্চর্যান্বিত হয়। আবহমান কাল হইতে মনোনীত বান্দাদের সহিত আল্লাহতায়ালার এইরূপ নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা এক বিরাট রকমের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু ইহা এজন্য হয় না যে, তাহাদিগকে যেন ডুবাইয়া দেওয়া হয়; বরং এজন্য হয় যাহাতে তাহারা তৌহীদ রূপ নদীর তলদেশে অবস্থিত মণিমানিক্যের ওয়ারিশ হইতে পারে। তাহাদিগকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু এ জন্য নয় যে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়, বরং তদ্রুপ এ উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে, যেন খোদাতায়ালার কুদরতের তামাশা ও লীলাখেলা দেখান হয়।...তারপর...সংকট ও বিপদাবলীর আগমনে নিহিত একটি রহস্য ইহাও যে, এতদ্বারা যেন জগতকে তাহাদের আখলাক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের নমুনা ও দৃষ্টান্ত দেখান হয় এবং এতদ্বারা যেন সেই মহান বিষয়টি দেখান হয় যাহা তাহাদের মধ্যে একটি মো'জেযা স্বরূপ তাহাদের মধ্যে বিরাজ করে। উহা কি? উহা হইল "ইস্তেকামাত" (অবিচল দৃঢ়তা)।

(মলফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫-৩০৭)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

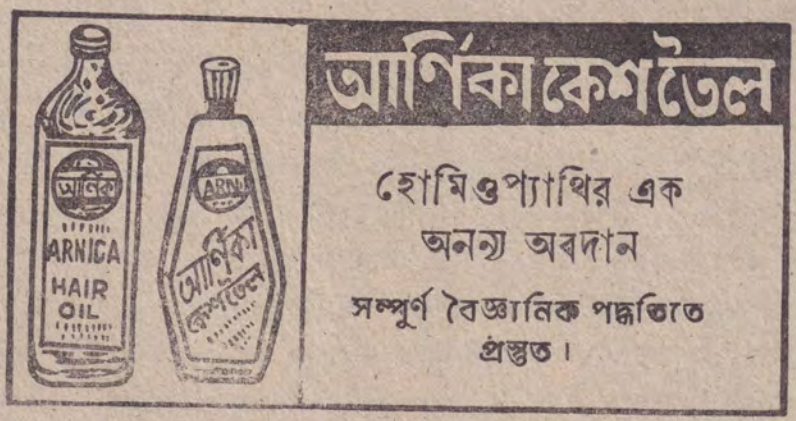

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন : ২৫৯০২৪

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(৪ঠা মে ১৯৮৪ ইং মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত)

আজ জামাতের ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে, ইতিপূর্বে কখনও তদ্রূপ সময় আসে নাই। সেজন্য সমগ্র বিশ্বের আহমদীদিগকে আমি আহ্বান জানাইতেছি—"মান আনসারী ইলাল্লাহ।" হে খোদাতায়ালার এবং এই যুগের প্রেরিত মাহবুবের গোলামগণ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে আহ্বান জানাইতেছি। নিজেদের সবকিছু খোদাতায়ালার খেদমতে আনিয়া হাজির কর। খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে তিনি তাঁহার বিশ্ব-জগত তোমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবেন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) সুরা আল-সাফের নিম্নরূপ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفة وكفرت الطائفة فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ○

তারপর হুজুর বলেন :

জাতিবর্গের জীবনে কোন কোন মুহূর্ত এরূপও আসে যখন তাহারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ধরণের ফয়সালা গ্রহণে বাধ্য হইয়া পড়ে। ধর্মীয় জাতিবর্গের জীবনেও ঐরূপ দিন আসে এবং জাগতিক জাতিবর্গের জীবনেও আসে। যখন এইরূপ সময় আসে তখন দুনিয়ার ভাষায়, বিবেচনা করার বিষয় হয় "to be, or not to be ? this is the question" অর্থাৎ "এখন আমরা থাকিব, কি থাকিব না ?' এ প্রশ্নই আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু ধর্মীয় জগতে এই প্রশ্ন ঠিক এইভাবে উপস্থিত হয় না। কেননা ধর্মীয় জগৎ—যাহা বস্তুতঃ খোদাতায়ালার নোমায়েন্দা হইয়া থাকে—উহার পক্ষে টিকিয়া না থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। উহার জন্য একটিই মাত্র প্রশ্ন—আমাদিগকে টিকিয়া থকিতে হইবে, অবশ্যই টিকিয়া থকিতে হইবে এবং এই পথে প্রতিটি কুরবানী দিতে আমরা প্রস্তুত। সুতরাং আজ জামাত আহ্‌মদীয়ার ইতিহাসেও এমনই এক

সময় আসিয়াছে। এবং যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি উহা এই সময়টির সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কুরআন করীম বলে : يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله —"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌তায়ালার 'আনসার' হও, আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও। আজ যে সাহায্যে আগাইয়া আসার সময়।" كما قال عيسى ابن مريم للحواريين—যেভাবে ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁহার সাথীদিগকে বলিয়াছিলেন, من انصاري الى الله —কে আজ আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে, তাঁহার পক্ষে আমার সাহায্যকারী হইবে? قال الحواريون نحن انصار الله —হাওয়ারীগণ (তাঁহার সাথীগণ) প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যকারী।" فامنت طائفة من بني اسرائيل—সুতরাং বনি ইস্রাইলের মধ্য হইতে একটি দলকে আল্লাহ্‌তায়ালা ঈমান আনয়নের তওফিক দান করিলেন এবং আর একটি দল অস্বীকার করিল। সুতরাং আল্লাহ্‌ বলিতেছেন, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আমরা তাহাদের সাহায্য করিলাম এবং ঐ সকল লোকের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়া শত্রু হইয়া গিয়াছিল।

এই আয়াতে যে ঘটনাটির দিকে কুরআন করীম ইঙ্গিত করিয়াছে উহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। ঐ সকল লোক যাহাদিগের নিকট হযরত মসীহ্‌ (আঃ) খোদাতায়ালার নামে, তাঁহার পক্ষে সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহাদের নিজেদের হাল-অবস্থা কি ছিল—এই দৃষ্টিকোণ হইতে যখন আমরা ঘটনাটির দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা ছিল মাত্র কয়েকজন দরবেশ ধরণের লোক, যাহাদের কাছে কিছুই ছিল না। একটি বিরাট রাজ্য যাহার সীমান্ত সমূহ মধ্যপ্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল. সেই রাজ্যে তাহারা বসবাস করিত এবং তাহাদের মাতৃভূমিতে, এমনকি তাহাদের নিজ শহরেও তাহাদের কোন মর্যাদা ছিল না। তাহারা এতই মজলুম এবং নিরুপায় ছিল যে, হযরত মসীহকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের একজনও কোন কিছুই করিতে পারিল না। সুতরাং ইহা কিরূপ সাহায্য ছিল যাহা হযরত মসীহ তাহাদের নিকট চাহিয়াছিলেন? যদি সেই সাহায্য কোন উল্লেখের বস্তু ছিল না, তাহা হইলে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া ঐ ঘটনাটি স্মরণ করানোর কোন স্বার্থকতাই ছিল না বরং আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে এইরূপে ইরশাদ করা হইত যে, "তুমি বল যে আমার সাহায্যকারীর প্রয়োজন, যেমন আমার এক মজলুম বান্দা মসীহ বলিয়াছিল।" সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে যে, "আনসারী ইলাল্লাহ্‌"-এর মজমুনটি এই দুনিয়ার মজমুনের তুলনায় এক পৃথক ধরণের মজমুন। ইহাতে কোন সৈনিক এবং উদ্যমশীল হামলাকারী যোদ্ধাদের আবশ্যকতা নাই; দুনিয়ার বড় বড় বিত্তশালীদের আমার প্রয়োজন নাই, দুনিয়ার বড় বড় ক্ষমতাসম্পন্ন ঝানু রাজনৈতিকদের আবশ্যক নাই। কেননা তাহাদের মধ্যে একজনও ঐ আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। তবে তাহারা কে

ছিল? তাহারা ছিল ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি জগৎ বিদ্রূপ করিত, যাহাদের কোন নাগরিক মর্যাদা ও অধিকার বাকী রাখা হয় নাই। যাহার ইচ্ছা সে-ই তাহাদিগকে নির্যাতন করিত, প্রহার করিত, গাল-মন্দ দিত, পথে-ঘাটে হিঁচড়াইত। আর এতদসত্ত্বেও হযরত মসীহ (আঃ) বলিয়াছিলেন, "খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে, তাঁহার পক্ষে আমার সাহায্য-কারী হও।" এই ঘটনাটিতে যদি কোন গুরুত্ব ছিল না, কোন গোপন পয়গাম ছিল না, তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া সেই ভাষাতেই সাহায্যকারীদের কখনও আহ্বান করিবার নির্দেশ দেওয়া হইত না। ইহা বিষয়টির একটা দিক ইহা বিস্ময়কর এবং প্রণিধানযোগ্য। আর একটি দিক হইল এই যে, সাহায্যকারীদিগকে লইয়া আল্লাহর কি প্রয়োজন? সাহায্য আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে আসে। তাহা হইলে ব্যাপারটা কি? কতিপয় নিরুপায় ও নির্যাতিত বান্দাকে খোদা-তায়ালার সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইতেছেন, এমতাবস্থায় যে তাহারা নিজেরা সাহায্যের অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। যখন আমরা এই দিকটি বিবেচনা করি তখন এই রহস্যময় সমগ্র বিষয়টিরই সমাধান হইয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহতায়ালা ইহা বলিতে চান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সর্বান্তঃকরণে খোদাতায়ালার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সাহায্য তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইবে না। বস্তুতঃ সংখ্যা ও পরিমাণ এবং গুণগত মানের বিচার ও নিরিখে আল্লাহতায়ালা সকল প্রকার সাহায্যের উর্ধে। সেজন্য প্রশ্ন ইহা নয় যে, খোদাতায়ালার সাহায্যের ক্ষেত্রে আপনারা কি পেশ করিবেন। আল্লাহ্তায়ালা কেবল ইহাই চাহেন যে, "তোমাদের নিকট যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণ দাও। অতঃপর আমার কাছে যাহা তাহা দিয়া তোমাদিগকে বিজয়ী করিব।" যদি কেহ গরীব থাকে, যাহার নিকট মাত্র চার আনাই আছে, তাহা হইলে সে আল্লাহতায়ালার সাহায্যার্থে উহাই পেশ করিবে। তখন খোদাতায়ালা যিনি সকল ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাঁহার পক্ষে সেই গরীব ব্যক্তির যখন সাহায্যের দরকার হইবে—তখন তিনি তাঁহার সমগ্র ধনভাণ্ডার তাহার জন্য খুলিয়া দিবেন না—ইহা কিরূপে সম্ভব? সুতরাং এ মজমুনটিই উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, দেখ, আমার বিষয়ে আদৌ কোন নৈরাশ্যের প্রশ্ন নাই। সর্বা-পেক্ষা দুর্বল, হীনবল নবীর উদাহরণ আমি তোমাকে দিতেছি—এমন নবী, যাহার মোকা-বিলায় নিরুপায়তা ও দুর্বলতায় সারা জগতে অন্য কোন নবী পাওয়া যাইবে না। তাঁহার অনুগামীগণ এরূপ দুর্বল, নিরুপায় ও হীনবল ছিল, এবং তাহাদের মোকাবেলায় এরূপ এক বিশাল রাজ্য ছিল যে উহার সম্মুখে তাহাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাসে ইহা এতই অনুল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল যে রোমক ইতিহাস পরবর্তী বহুকাল যাবৎ তাহাদের সম্বন্ধে কোন ঘটনার উল্লেখই করে না। এতদসত্ত্বেও উহা নিরুৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা নয়, বরং উহা হইল বস্তুতঃপক্ষে উদ্যম ও উৎসাহ বর্ধনকারী একটি ঘটনা—সে কথাই আল্লাহ্তায়ালা

বলিতে চান যে তাহারা যখন আমার নামের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজদের সেই তুচ্ছ অস্তিত্বকে সর্বতোভাবে পেশ করিয়া দেয় এবং আমি (আল্লাহ্) তাহাদিগকে কবুল করিয়া লই তখন হে মোহাম্মদ-আরবী! তুমি যে এই মহাবিশ্ব-জগতের সারবস্তু, তুমি যখন সবকিছু আমার হুজুরে পেশ করিয়া দিবে তখন আমি কি কত কিছু না তোমার জন্য করিব না?! ইহাই সেই পয়গাম যাহা আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীতে আজ আপনাদিগকে দিতেছি। আজও জামাতের ইতিহাসে এমনই এক সময় আসিয়াছে, ইতিপূর্বে কখনও তদ্রূপ সময় আসে নাই। সেজন্য সমগ্র বিশ্বের আহমদীদিগকে আমি আহ্বান জানাইতেছি—"মান আনসারী ইলাল্লাহ্!" হে খোদাতায়ালার এবং এই যুগের প্রেরিত মাহ্বুবের গোলামগণ! আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র নামে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে আহ্বান জানাইতেছি। নিজেদের সবকিছু খোদাতায়ালার খেদমতে আনিয়া হাজির কর। খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনি তাঁহার বিশ্ব-জগত তোমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবেন। দুনিয়ার কোন শক্তি নাই যাহা এই তকদীরকে বদলাইতে পারে। ইহা এরূপ ঘটনা, যাহা অবশ্যই ঘটিবে এবং ইহার ভাগ্যে নিশ্চিত সাফল্য ব্যতীত অন্য কিছুই ঘটিতে পারে না। কেননা খোদাতায়ালা বলিতেছেন: فايدنا الذين امنوا على عدوهم —"তোমাদের ন্যায় মজলুম ও তুচ্ছ বান্দাদের উপর আমি রহমতের দৃষ্টিপাত করিয়াছি, যাহাদের কাছে কিছুই ছিল না, তাহারা আমার হুজুরে আত্মনিবেদন করিয়াছে—হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সাহায্যার্থে হাজির আছি। فايدنا الذين امنوا (ফা আইয়াদনাল্লাযিনা আমানু)—আমরা তাহাদের সাহায্য করিলাম; আমরা তো আদৌ তাহাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলাম না।" দেখ, কিরূপে নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন যে যখন খোদাতায়ালার নামের উপর সাহায্য চাওয়া হয়, যেরূপ বাচ্চাদেরকে পরীক্ষার জন্য আদর ও স্নেহ সহকারে আহ্বান করা হয় সেইরূপ আদর ও স্নেহভরে তাহাদিগকেও পরীক্ষার্থে আহ্বান করা হয়। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, আমরা তাহাদের সাহায্য করিলাম এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রবল শত্রুদের উপর বিজয়ী করিয়া দিলাম। সুতরাং আজ জামাতের ইতিহাসে ঐরূপ সময়ই আসিয়াছে। কিন্তু এই সাহায্যকে কিরূপে ব্যবহার করা হইবে এবং কোন্ পন্থায় জামাত আহ্মদীয়ার এই সামগ্রিক শক্তিকে আল্লাহ্র হুজুরে পেশ করা হইবে—সে ফয়সালা কোন সহজ ফয়সালা নয়; বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদী ফয়সালা। এবং রাতদিন আমি সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাও করিতেছি এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে পথনির্দেশনাও প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম সাহায্য আপনাদের নিকট আমি ইহাই চাই যে, বহুল পরিমাণে দোওয়া করুন। এইরূপে এ বিষয়ে আমার সাহায্য করুন, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের দ্বারা আমাদিগকে এরূপ এক সুপ্রশস্ত, খোলা ও পরিষ্কার পথ দেখান, যাহা অনিবার্যভাবে সুনিশ্চিত সাফল্যের দিকে লইয়া যায়। আমি আমার নিজের কোরবানী দিতেও ভয় করি না এবং

জামাতের কোরবানী দিতেও ভয় করি না। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সেই দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও উদ্যম দান করিয়াছেন—সময় যখন আসিবে এবং যে কোন ধরণের সময়ই আসুক, আমি তখন কোন প্রকারের কোরবানীকেই ভ্রুক্ষেপ করিব না, কোন ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু আমাকে আল্লাহ্‌তায়ালা হিকমত—জ্ঞান ও প্রজ্ঞাও দান করিয়াছেন। এবং জেহাদের ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে হিকমতের আবশ্যকতাই প্রধানতঃ পরিদৃষ্ট হয়। সেজন্য জামাত আহ্‌মদীয়ার জীবন, জামাত আহমদীয়ার জান-মালের এক আউন্স বরং এক কণা পরিমাণও আমি নষ্ট করিতে প্রস্তুত নই। পক্ষান্তরে খোদাতায়ালা যদি চাহেন, তাঁহার পথে সবকিছু নিয়োজিত করার সময় আসে এবং তখন চাহিদা দাঁড়ায় হিকমতের এবং ঈমান ও ইখলাসের, তাহা হইলে এক কণা মাত্রও বাঁচাইতে আমি প্রস্তুত নহি। তারপর এই জাহানের জীবন, না ঐ জাহানের জীবন—আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন, তিনি কি চাহেন এবং কি চাহিবেন। কিন্তু যাহা কিছু আমি পাঠ করিয়া জানিয়াছি, যাহা কিছু কুরআন করীম অধ্যয়নে আহরণ করিতে পারিয়াছি, যাহাকিছু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম সমুহ হইতে অনুধাবন করিতে পারিয়াছি—এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদিগকে সুনিশ্চিত প্রত্যয় দিতেছি যে, আপনাদের উপর কেহ বিজয়ী হইতে পারে—ইহা অসম্ভব। আপনাদের জন্য জরুরী হইল নিজেদের মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরের উপর বিজয় লাভ করা, নিজেদের চারিত্রিক ও ব্যবহারিক ভূমিকা ও আচরণের উপর বিজয় লাভ করা, নিজেদের নিয়ত ও ইচ্ছার উপর বিজয় লাভ করা এবং নিজেদের আমল বা কর্মের উপর বিজয় লাভ করা। এই সব বিজয় আপনাদের লাভ করিতে হইবে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের দ্বারা। তারপর সমগ্র পৃথিবীর উপর আপনাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিবেন আমাদের খোদা। ইহা হইল সেই তকদীর, যাহা অবিচল ও অভ্রান্ত, যাহা লিখিত ও নির্দিষ্ট হইয়া আছে। জমীন ও আসমানের গতি-বিধি বদলাইতে পারে, মহা বিশ্ব-জগত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে পারে কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার তকদীর বদলাইতে পারে না, কখনও পারে না। এই ঈমানের সহিত আপনাদিগকে জীবিত থাকিতে হইবে। এই ঈমানের সহিত আপনাদের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। ইহাই আমদের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান মূলধন!

যতদূর তাৎক্ষণিক ফয়সালা সমূহের সম্পর্ক, আমি কয়েকটি কথা সুবিস্তৃত ও সুস্পষ্ট রূপে জামাতের সামনে বর্ণনা করিয়া দিতে চাই।

"মান আনসারী ইলাল্লাহ" (—'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?") ইহার দ্বারা কেহ কেহ ধারণা করেন যে কোন অবস্থাতেও কোনরূপেই আমরা আমাদের আত্মরক্ষামূলক অধিকার ব্যবহার করিব না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইহা কুরআন শরীফে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর স্পষ্টতঃ পরিপন্থী। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া ঐ কথাগুলি বলা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত—যেমন কি-না আমি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি—সাহস ও উদ্যম

বাড়াইবার উদ্দেশ্যে পেশ করা হইয়াছে। এখন এই আদেশটি মসীহ্ নাসেরী (আঃ)-এর আদেশ হিসাবে থাকিয়া যায় নাই। এখন ইহা হইল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশ, এবং তাঁহাকে (সরাসরি) বলা হইয়াছে, يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله —("হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হইয়া যাও।")। ইহা তাঁহার মুখে বলান হইয়াছে। সেজন্য এখন মজমুন বদলিয়া গিয়াছে। এখন ইহার উপর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের রঙ বিরাজ করিতেছে। এখন আমাদের জন্য কুরআন করীম ব্যতীত অন্য কোনকিছু পথ নির্দেশক আলোকবর্তিকা স্বরূপ হইতে পারে না। কুরআন করীম সমসাময়িক সরকারের এতায়াত তথা আজ্ঞানুবর্তিতার আদেশ দান করে, যাহা একটি সুস্পষ্ট আদেশ। এই আদেশ সযত্নে পালনে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছি এবং আমাদিগকে দুনিয়া-জাহানের এজেন্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। কুরআন করীমের নির্দেশিত এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতার সম্মুখে আমরা মাথা পাতিয়া দিয়াছি। কুরআন বলে, اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم —"আনুগত্য স্বীকার কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য স্বীকার কর এই রসুলের এবং সমসাময়িক যে শাসক থাকে তাহারও আনুগত্য স্বীকার কর।" সুতরাং আমরা উক্ত আদেশ পালনে কখনও চুল-চেরা পরিমাণও পার্থক্য করিয়াছি বলিয়া জামাতের ইতিহাসে কোন এটিমাত্র ঘটনাও নাই। কিন্তু এই আয়াত এখানেই শেষ হয় নাই বরং ইহা আরও অগ্রসর হয় এবং এই মজমুন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যে আর একটি মঞ্জিলে যাইয়া অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা বলেন : فان تنازعتم فى شىء —"যদি ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য বা বিবাদ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে فردوه الى الله ورسوله —তোমরা 'উলিল আম্র'-এর দিকে তাকাইয়াও দেখিবে না; তখন একমাত্র আল্লাহ্ এবং একমাত্র রসুলের আনুগত্যে থাকিয়া তোমাদের ফয়সালা গ্রহণ করিতে হইবে। দেখুন, (এ পর্যায়ে) কিরূপে 'উলিল-আম্র'কে দৃশ্যপট হইতে সরাইয়া দিয়া এই মজমুনটিকে তাহাদের আওতা বহির্ভূত করা হইয়াছে। জাগতিক বিষয়াবলীতে যে পর্যন্ত উলিল-আম্র নিজের ক্ষমতার গণ্ডী ও সীমার ভিতরে থাকে সেগুলি লঙ্ঘন করে না এবং খোদাতায়ালা ও মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশ-আহ্কামে ও হস্তক্ষেপ করে না, সে পর্যন্ত অনিবার্যভাবে আমরা তাহার এতায়াত ও আজ্ঞানুবর্তিতা করিব। আর যেখানে সে হস্তক্ষেপ করিবে এবং কুরআন করীম ও রসুল (সাঃ) হইতে আমাদিগকে দূরে সরাইয়া দিতে প্রয়াসী হইবে, সেখানে অনিবার্যভাবে আমরা তাহার ইতায়াত ও অনুবর্তিতা করিব না যদিও ইহার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়—কোন পরোয়া নাই; যত ইচ্ছা মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়, হউক কিন্তু কুরআন করীম এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে জামাতকে দুনিয়ার কোন শক্তি বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। এখন আমি ইহাও আপনাদিগকে বলিয়া দিতে চাই যে,

যদি কাহারও ধারণা থাকে যে জামাতকে তাহারা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ ধারণা তাহার অন্তর হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বড় বড় দাবী উত্থাপনকারী পূর্বেও আসিয়াছে; তাহাদের চিহ্ন পর্যন্ত খোদাতায়ালা মুছিয়া দিয়াছেন; চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাহাদের (পাশবিক) শক্তিকে। বস্তুতঃ আমরা যখন আমাদের সর্বস্ব খোদাতায়ালার হুজুরে পেশ করিয়া দিয়াছি তখন আমাদের নিজস্ব বলিয়া কোন শক্তিই নাই। আমি তো এ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে, যাহারা মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর নিকট সর্বস্ব সমর্পনকারী কয়েকজন আনসারী (সাহায্যকারী) ছিল, আমাদিগকে তাহাদের চাইতেও দুর্বল বলিয়া ধরিয়া লও আমরা তো আল্লাহ্‌র আজেয বান্দা। আমাদের শক্তিকে বড় বড় শক্তি বর্গের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হউক আদৌ এমন কোন আগ্রহ বা আকাঙ্খা আমাদের নাই। আমরা তো নিজেরাই আজেয ও অক্ষম এবং আমাদের দুর্বলতা আমরা স্বীকার করি। আমরা তো বলি যে, 'হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে সে শক্তি টুকুও নাই যাহা মসীহ্‌র হাওয়ারীদের মধ্যে ছিল।' কিন্তু যখন তাহারা তাহাদের সবকিছু পেশ করিয়া দিল এবং তুমি তাহাদিগকে জয়যুক্ত করিয়া দেখাইলে, তখন তুমি আজও আমাদের উপর তদ্রুপ ফজল ও অনুগ্রহ বর্ষণ কর, বরং তাহা অপেক্ষা অধিকতর ফজল বর্ষণ কর। কেননা আমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম।" সেজন্য সবর বা ধৈর্য্যের সেই অর্থ গ্রহণ করা যাহাতে কুরআন করীমের নির্ধারিত সীমা-রেখার (অর্থাৎ উহার শিক্ষার) বাহিরে যাইয়া ঈসায়ী শিক্ষা অনুযায়ী খৃষ্টীয় কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সবুর বা ধৈর্য্যধারণ করা হইবে—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আমি সুস্পষ্ট রূপে খুলিয়া বলিয়া দিতে চাই—ধৈর্য্যের অর্থ সেই মাপকাঠিতেই নির্ণীত ও নিরূপিত হইবে যে মাপকাঠি কুরআন করীম বর্ণনা ও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে এবং মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর সুন্নত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছে—একমাত্র সেই সকল মাপকাঠির আওতায় নিরুপিত হইবে অর্থাৎ যেখানে খোদাতায়ালা সবরের সংজ্ঞায় ইহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবেন যে তোমাদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন তাহা বরদাস্ত করিতে হইবে। যেমন, গতকালই এই কল্পনাতীত অত্যাচার মূলক ব্যাপারটা আমি জানিতে পারিলাম যে, রাবওয়াতে সরকারী কর্তৃপক্ষ জামাতকে এই আদেশ দিয়াছে যে, "তোমরা তোমাদের মসজিদগুলিতে এবং দেওয়ালগুলিতে লেখা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌"—কলেমা মুছিয়া ফেল। আল-হামদু লিল্লাহ্‌, খোদাতায়ালা সেখানে জামাতকে সহি ফয়সালা গ্রহণের তওফিক দান করিয়াছেন—তাঁহারা বলিয়াছেন, "ইহা অসম্ভব, জামাত আহ্‌মদীয়া স্বহস্তে পবিত্র কলেমা মুছিতে পারে না। তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার।" সুতরাং আমি যখন জানিতে পারিলাম তৎক্ষণাৎ টেলিফোন যোগে জানাইলাম যে, আপনারা নিঃসন্দেহে সঠিক ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন আহ্‌মদী কলেমায়ে-তৌহীদ মুছিবে না—তাহার হাত কাটা যাইতে পারে,

তাহার শিরোচ্ছেদ হইতে পারে কিন্তু সে নিজ হাতে কলেমা-তৌহীদ মুছিয়া দিবে—তাহা অসম্ভব। ইহা আমাদের এখতিয়ারের ব্যাপার নয়।" তেমনিভাবে ধর্মের বুনিয়াদী বিষয়া-বলিতে হস্তক্ষেপের এহেন অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনারা অন্তর হইতে এই ভয় বহিষ্কার করিয়া দিন যে নায়ুযুবিল্লাহ আপনারা বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবেন। যখন আপনারা খোদা ও রসুলের মোকাবিলায় কোন দুনিয়াদারের কথা মানেন না, যখন দুনিয়াদারের আদেশের মোকা-বিলায় খোদা ও রসুলের আদেশ মানেন—এরূপ সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় যখন সেই আদেশ, তখন আপনি বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবেন না। বরং তখন তাহারাই খোদাদ্রোহী বলিয়া পরি-গণিত হইবে, যাহারা নিজেদের হুকুমকে খোদা ও রসুলের হুকুমের উপর প্রাধান্য দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। সেজন্য আমি ইহাও স্পষ্ট ভাবে খুলিয়া বলিয়া দিতেছি যে, আহ্‌মদীগণ যেখানেই বাস করেন, তাঁহারা খুব বুঝিয়া লউন, শুধু একটি দেশের প্রশ্ন নয়, আমাদের মুকাদ্দরে তো বড় বড় কুরবানী নির্ধারিত আছে। দেশের পর দেশ আমাদের রক্তে রঞ্জিত হইবে; দেশে দেশে আমাদের কোরবানীসমূহ রুহানী বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। সেজন্য আমার সম্বোধনের লক্ষ্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এবং "মান আনসারী ইলাল্লাহ্" ধ্বনির লক্ষ্যও সমগ্র জাহানের আহ্‌মদীদের প্রতিই। সেজন্য আপনারা যখন এই আওয়াজের প্রতি সাড়া দিয়া লাব্বাইক বলিতে-ছেন, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বস্তুতঃ সমগ্র জামাত ইহাতে 'লাব্বাইক' বলিয়া সাড়া দিতেছে। সেজন্য এখন প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে লিখিয়া জানাইবে ইহার প্রয়োজন হইবে না। ইহার কারণ এই যে এক কোটি পত্র কিরূপে শামাল দিব? এবং এক কোটি পত্রের জন্য আহ্‌বান করার অর্থ সেগুলির ফাইলিং করা এক বিরাট কাজ! তারপর সেগুলিকে সংরক্ষিত করা! বর্তমান সময়ে তো মোলাকাতের জন্যও অবসর নাই। সেজন্য প্রত্যেক আহ্‌মদীর এখতিয়ার আছে, যদি সে কোন দিক দিয়াও কুরবানীর কোন ময়দানে সংকোচ বা দ্বিধা বোধ করে, তবে সে আমাকে লিখিয়া পাঠাক। আমি তাহাকে জামাত হইতে খারিজ করিব না। আমি তাহাকে দুর্বল আহ্‌মদী হিসাবে জামাতে থাকিতে দিব। সকলের জন্য এই পথ খোলা আছে। শুধু ঐ সকল ব্যক্তির তালিকাই তৈরী হইবে যাহারা মানসিক দুর্বলতা অথবা অবস্থাবলীর বাধ্য-বাধকতা বশতঃ দিয়ানতদারীর সহিত মনে করেন যে, তাহারা কুরবানীর জন্য নিজদিগকে পেশ করিতে পারেন না। আর যাহারা এরূপ করিবেন না তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আল্লাহ্‌তায়ালার আনসারদের মধ্যে গণ্য হইবেন। দোওয়া করিতে থাকুন, আমিও দোওয়া করিতেছি। রাত্রি বেলায়ও দোওয়া করুন, দিনের বেলায়ও দোওয়া করুন। গিরাযারীর দ্বারা নিজেদের সেজদাগাহ্‌কে সিক্ত রাখুন। আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও ফজলসমূহকে সিক্ত করিতে থাকুন এবং নিশ্চিৎ বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা অনেক স্বল্প পরিমাণ কুরবানী লইয়া আপনাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা আপনাদের উপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর ছায়া বিরাজিত আছে, যাহা প্রত্যেক নবীর ছায়া অপেক্ষা বড়, শ্রেষ্ঠ, স্নিগ্ধ এবং অধিকতর রহমতের কারণ। সেজন্য কখনও ক্ষণিকের জন্যও নিজেদের অন্তরে কোন সন্দেহ, কোন অনিশ্চয়তাভাব সৃষ্টি হইতে দিবেন না। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সাথী হউন, সহায়ক হউন। আমাদিগকে সহি ফয়সালা সমূহ গ্রহণের তওফিক দিন এবং শীঘ্র তাঁহার ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করিয়া দেখান, আমাদের চক্ষু ও আমাদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ করুন। পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের অবস্থা অসহনীয়। এতই দুঃখ ভরা ও বেদনাদায়ক অবস্থা যে আপনারা কল্পনাও করিতে পারেন না। বড় বড় দুঃখ তাঁহারা দেখিয়াছে, সহিয়াছে, বড় বড় কুরবানী তাহারা দিয়াছে, পিতাদের সম্মুখে পুত্রদের জবেহ্ করা হইয়াছে। ইহাতে কোনই

বানোয়াট বা অতিশয়োক্তি নাই। সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য! পুত্রদের সম্মুখে পিতাদিগকে জবেহ করা হইয়াছে। গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। সারা জীবনের উপার্জন ও সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মুখের হাসি ও প্রফুল্লতা এই সব লোক কাড়িয়া নিতে পারে নাই। কিন্তু খোদার কসম, আজ তাহাদের মুখের হাসি লুণ্ঠিত হইয়াছে। কেননা তাহাদিগকে তাহাদের খোদার নাম উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। (মসজিদে তাহাদের আযান দিতে পাকিস্তান সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে -অনুবাদক)। আজ তাহারা এমনই ছটফট করিতেছে যেমন খাসি জবেহ্ করা হয়, যেমন কুরবানীগুলিকে জবেহ করা হয়। ইহা এত বড় দুঃখ, এত গভীর দুঃখ যে তাহারা অপেক্ষায় আছে, কবে আমি তাহাদিগকে তাহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে এ আদেশ দান করিব যাহাতে তাহারা এই পরীক্ষা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এহেন অবস্থায় তাহারা আপনাদের দোওয়ার বড়ই মুখাপেক্ষী। তাহাদের জন্য একটু ব্যাকুল হউন। তাহাদের জন্য নিজেদের অন্তরে কিছুটা উৎকণ্ঠা অনুভব করুন। বস্তুতঃ আসল ময়দান, যাহা আমাদিগকে জয় করিতে হইবে তাহা দোওয়ারই ময়দান। দোওয়ার মোকাবিলায় দুনিয়ার কোন শক্তি জয় লাভ করিতে পারে না, তিষ্ঠিতে পারে না। খোদাতায়ালার ফজল ও রহমত বিস্ময়কর মোজেযা দেখাইয়া থাকে। খোদাতায়ালা স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন আসমান হইতে নিজে নামিয়া আসেন এইসব বান্দাদের জন্য। সেজন্য চূড়ান্ত ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ পয়গাম এই যে, আপনাদের ভ্রাতাদের জন্য, বিশেষতঃ যাহারা পাকিস্তানে একান্ত অসহায় ও মজলুমিয়তের জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জন্য বহুল পরিমাণে দোওয়া করুন, বহুল পরিমাণে দোওয়া করুন। তাহাদের জন্য ব্যাকুল হউন, যাহাতে আল্লাহ্তায়ালার রহমত শীঘ্রই তাহারা তাহাদের চোখের সামনে নামিয়া আসিতে দেখে।

সানী খোৎবা প্রদান কালে হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন: এখনই নামাযের পর আহ্মদীয়াতের একজন শহীদের গায়েবী-নামায জানাযা আদায় করা হইবে। তিনি আমাদের শুক্কুর জামাতের আমীর ছিলেন। পচত্তর বৎসর তাঁহার বয়স ছিল এবং চোখে ছানির কারণে দুই এক গজের অধিক ব্যবধানে দেখিতেও পারিতেন না। যে রাত্রিতে ঐ জালিমরা আসিয়া 'মসজিদ' শব্দটি মুছিয়া দেয় সেই রাত্রে অনেক্ষণ তিনি মসজিদে একা অবস্থান করেন। যখন সকল নামাযী চলিয়া গেলেন, তিনি সেখানে খোদাতায়ালার হুজুরে গিরিয়াযারী করিতে থাকেন। তারপর তিনি গৃহের দিকে ফিরিবার পথে ভরা বাজারে চার-পাঁচ জন ব্যক্তি মিলিতভাবে ছুরিকাঘাত করিয়া (তাহাদের প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করে) ঘটনাস্থলেই তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। আল্লাহ্তায়ালাই উত্তম জানেন, তিনি কি দোওয়া করিয়াছিলেন। হয়ত সেই দোওয়াই কবুল হইয়াছিল। যাহা হউক, তাহারা না'রা উত্থাপন করিতে থাকে এবং আল্লাহুতায়ালার তকবীর ধ্বনি উত্থাপন করিয়া জানায় যে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে এই জুলুম করার তওফিক দান করিয়াছেন! শহীদের এই জানাযা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম, তারপর আমাদের বাংলাদেশ জামাতের নায়েব আমীর আলী কাশেম আনসার সাহেবের নামায-জানাযা-গায়েব পড়ান হইবে। তিনি বড়ই মুখলেস ও নিবেদিত প্রাণ খেদমত গুজার ছিলেন। অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। আর ইংল্যাণ্ড জামাতের আমাদের একজন যুবক, তিনিও সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ওফাত পাইয়াছেন। তাঁহার নাম আবরার আহমদ কোরেয়শী। এই তিনজনের একসঙ্গে নামায-জানাযা জুমায়ার নামাযের পরে পরেই মসজি-প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে। উহাদের মধ্যে একটি জানাযা সামনে মওজুদ আছে। উহাকে সম্মুখে রাখিয়া বন্ধুগণ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবেন। (ক্যাসেট হইতে অনুদিত)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

খেলাফত—মুমেনদের রক্ষাকবচ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

১লা এপ্রিল ৮৪ইং, ৬৫তম কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক সমাপ্তি ভাষণ

বিগত ৩০, ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল ১৯৮৪ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহমদীয়ার ৬৫তম বার্ষিক মজলিসে শুরার সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু সমাপনে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অত্যন্ত সারগর্ভ ও তেজদীপ্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। উহার সার সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) আয়াতে ইস্তেখলাফ (সুরা নূর ঃ ৫৬) তেলাওয়াত করিবার পর বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা মুমেনদের সহিত খেলাফত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিয়াছেন। সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এই আয়াতের একটি অর্থ ইহাও যে, জামাতের প্রতিটি ব্যক্তি স্ব স্ব স্থানে খলিফা স্বরূপ এবং খোদাতায়ালার প্রোগ্রামকে জারী রাখার কাজে সে পুরাপুরি শরীক। হুজুর বলেন, যদি জামাতের প্রত্যেকেই এই তত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করে এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করে, তাহা হইলে জামাত আহ্মদীয়া এরূপ এক জবরদস্ত শক্তিতে পরিণত হয় যে দুনিয়া ইহার মোকাবিলা করার কল্পনাও করিতে পারে না। হুজুর বলেন, সমষ্টিগতভাবে জামাতের তকওয়া খলিফাতুল মসীহর শক্তি বিশেষ। সেজন্য প্রতিটি আহ্মদীর পক্ষে নিজের তকওয়ার মানোন্নয়ন আবশ্যক।

হুজুর বলেন, এই আয়াতের আরও একটি দিক বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, খেলাফত যখন কায়েম হয় এবং দ্বীন 'তামকানাত' অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠা ও প্রতাপ লাভ করে, তখন আল্লাহ্তায়ালা প্রতিটি ভয়-ভীতিকে দূর করিয়া দিবেন। উল্লেখিত 'তামকানাত'-এর অর্থে দ্বীনের এরূপ মজবুতি ও সুপ্রতিষ্ঠাকে বুঝায়, যাহা প্রত্যেক প্রকার ভয়-ভীতি দূরীভূত করিবার পর হাসিল হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, একবার যখন ভয় দূর করিয়া দেওয়া হইল তখন আলোচ্য আয়াতে পুণরায় ইহা বর্ণনা করার কি প্রয়োজন যে মুমেনদের ভয়-ভীতি স্বস্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করা হইবে? হুজুর বলেন, ইহা আল্লাহ্তায়ালার হিকমতপূর্ণ তরতিব, যাহা দৃশ্যতঃ সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ঠেকে এবং সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু গভীর মনোনিবেশে ইহার প্রকৃত তফসীর অনুধাবন করা যায়।

হুজুর আকদাস (আইঃ) আয়াতে-ইস্তেখালাফের অর্থগত এই সম্পূর্ণ নুতন দিকটির উপর আলোকপাত করিয়া বলেন, খোদাতায়ালা বলিতেছেন যে, (খেলাফতের নেতৃত্ব ও

নির্দেশনায়) আ'মলে সালেহ বা সৎকর্মের ফলশ্রুতিতে যখন দ্বীন 'তামকানাত' (সুপ্রতিষ্ঠা ও প্রতাপ) লাভ করে, খোদাতায়ালার জামাত যখন দৈনন্দিন নিত্যনূতন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর সাফল্য সমূহে ভূষিত হইতে থাকে, তখন বিরুদ্ধ-বাদীদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাহারা বিরোধিতামূলক চক্রান্ত ও চেষ্টা-প্রয়াসকে নবরূপে সাজাইয়া মুমেনদের জন্য ভীতির উপকরণের উদ্ভব ঘটায়। আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ে সেই 'খওফ' বা ভীতির দিকেই ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে, যাহা মুমেনদের উন্নতি (তাম্‌কানাত)-এর পরে বা ফলশ্রুতিতে সূচিত হইয়া থাকে। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে যে বাকভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন উহার দ্বারা বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং জোর দেওয়ার সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া মুমেনদিগকে ওয়াদা দান করিয়াছেন যে, "তাম্‌-কানাত-এর পরে উদভাবিত 'খওফ' বা ভীতির সকল দায়দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি। এই শ্রেণীর ভয়-ভীতি আদৌ কখনও তোমাদের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। এই ভয়-ভীতি তোমাদের তাম্‌কানাতপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন বা অবনতি ঘটাইতে পারিবে না। এই ভীতি হইতে সর্বদা তোমরা নিরাপত্তা লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হইতে থাকিবে এবং আমাদের 'তামকানাত' অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে।"

হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন, অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন যে উক্ত ভয়কে যে-কেহ নিজের অন্তরে স্থান দিবে, সে শের্‌কের বশবর্তী হইবে। সেজন্য আমি জামাত আহ্‌মদীয়াকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, যদি কাহারও ধ্যান-ধারণায়ও এ কথার উদ্রেক হয় যে, তবলীগের ফলশ্রুতিতে সম্ভাব্য বিরোধিতামূলক বৈরী প্রতিক্রিয়া বশতঃ আমা-দের কোন ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া তবলীগি তৎপরতা হ্রাস করিয়া দেওয়া যাউক, তাহা হইলে ইহা হইবে একটা শিরকপূর্ণ ধারণা। যে কোন আহ্‌মদী এরূপ ভীতিকে মনে স্থান দিবে, সে তৌহীদরূপ বৃক্ষ হইতে কাটা পড়িবে। আমাদের কেবল আল্লাহ্‌তায়ালার উপরই সদা তওক্কুল রহিয়াছে এবং একমাত্র তাঁহার উপরই আমরা আস্থাবান হইয়া থাকিব। তিনি কখনও ভীতিপূর্ণ অবস্থায় আমাদিগকে একা ছাড়িয়া দেন নাই। আমরা তাঁহার প্রতি কখনও বে-ওফায়ী বা বিশ্বাস ঘাতকতা করি নাই এবং কখনও করিব না। যদি "দায়াত ইলাল্লাহ্‌"-এর ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রতিটি সন্তান নিহত হওয়ার ভয় থাকে, তথাপি আমরা এক কদমও পিছন হটিব না। বরং পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্‌তায়ালার উপর অধিক নির্ভরশীল হইয়া ক্রমাগত অগ্রসরমান হইব।

মালী কুরবানীর প্রতি গুরুত্বারোপ ঃ

হুজুর বলেন, মুখালেফদের মধ্যে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌'-এর রুহানী অগ্রাভিযান ব্যতীত আমাদের 'ফি সাবিলিল্লাহ্‌' চাঁদা দানে অগ্রসরতাও তাহাদের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া পড়ি-য়াছে। এই (রুহানী) ক্ষেত্রেও আমরা ক্ষান্ত হইব না বরং সর্বতোভাবে অধিকতর অগ্রসর

হইয়া আমাদের আর্থিক কোরবানী পেশ করিতে হইবে এবং সকল আহমদীকে ভরপুর উদ্যমসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া মালী কুরবানীতে শামিল করিতে হইবে। হুজুর (আইঃ) এই প্রসঙ্গে নূতন বয়েতকারীদিগকে প্রথম দিন হইতেই চাঁদা সংক্রান্ত নির্ধারিত ব্যবস্থায় শামিল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন যে প্রত্যেক নূতন আহমদীকে সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিন যে আহমদী হইবার পর মালী কুরবানী করা অপরিহার্য কর্তব্য। হুজুর বলেন, এই কাজের জন্য একজন 'নায়েব সেক্রেটারী মাল' নিযুক্ত করা হউক। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা হুজুর বলেন এই যে, এখনও চাঁদা অনাদায়কারী (নাদেহেন্দ্) গণের একটি সংখ্যা রহিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে চাঁদার নেযামে শামিল করিবার উদ্দেশ্যে জরুরী, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি জামাতে একজন করিয়া 'নায়েব সেক্রেটারী মাল' এবং বহির্দেশে 'এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী মাল' নিযুক্ত করা। এবং এই সকল সহকারী সেক্রেটারী সাহেবানের রিপোর্টসমূহ পৃথকভাবে আসা উচিত, যাহাতে জানা যায় যে কতখানি উন্নতি সাধিত হইল।

পরিশেষে হুজুর আহ্বাবে-জামাতকে বহুল পরিমাণে দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করার তাকিদ জানাইয়া বলেন, আপনারা নামায তাহাজ্জুদ এবং দোওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হউন এবং আল্লাহ্তায়ালার হুজুরে আজেযী ও গিরিয়াজারীর সহিত নিবেদন করুন যে, 'হে খোদা! এই দুনিয়া আমাদিগকে তোমা হইতে এবং তোমার প্রিয় মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইতেছে। সেই প্রিয় (সাঃ) বিনা তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিনা। কাজেই এমন উপকরণের উদ্ভব ঘটাও যাহাতে তাহারা আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার পরিবর্তে 'বরং আমাদের সহিত শামিল হইয়া সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে।' হুজুর আরও বলেন যে, এই দোওয়াটিও খুব বেশী বেশী পড়ুন: "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়ালুকা ফি নুহুরিহিম ওয়ানাযুবিকা মিন শুরুরিহিম।"

হুজুর অত্যন্ত জোশ ও জযবার সহিত বলেন, এই সকল দোওয়া পূর্বেও উচ্চৈস্বরে বড় বড় দাবী উত্থাপনকারীদিগকে নিস্তব্ধ ও ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে এবং জামাতকে নিত্যনূতন সাফল্য, সমৃদ্ধি, গৌরব ও মর্যাদায় বিভূষিত করিয়াছে। (আল-ফজল ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৪ ইং)

অনুবাদ:— মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

কুদরতে ছানীয়া অর্থাৎ খেলাফতের শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না:

"তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং উহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

(আল-অসিয়ত, ১৯০৫ ইং প্রণীত, পৃষ্ঠা ৮)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পূর্ণকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্তি-নূহ পৃঃ ২৯) —**হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)**

আহমদী-বিরোধী অর্ডিন্যান্সের প্রত্যাহার দাবী

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর গোড়া ও উগ্রপন্থী আলেমদের সহায়তা লইয়া নিজ ক্ষমতাবলে কেবল ধর্মীয় আকীদার ব্যাখ্যাগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার ৪০ লক্ষ শান্তিপ্রিয় আহমদী মুসলিমের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার নসাৎ করিয়া যে নজিরবিহীন মানবতা বিরোধী অনৈসলামিক অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে সে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য মহলের পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি প্রতিবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেঃ সেক্রেটারীর বিবৃতি ঃ

লাহোর, এপ্রিল ৩০, –ব্যুরো রিপোর্ট—জাতীয় স্বার্থে, এবং কায়েদে আজমের আগষ্ট ১১, ১৯৪৭ তারিখের ডিক্লারেশনের (ঘোষণার) প্রেক্ষিতে সম্প্রতি জারিকৃত "কাদিয়ানী-বিরোধী অর্ডিন্যান্স" প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন জানিয়েছে বর্তমানে বেআইনী ঘোষিত পাকিস্তান ন্যাশনাল পার্টি।

পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী সৈয়দ মোহাম্মদ কাসাওর গারদেজী আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাদিয়ানীদের সম্পর্কে সম্প্রতি জারিকৃত অর্ডিন্যান্সটি হচ্ছে, স্পষ্টতঃ গত কয়েক বছর যাবত সমাজচ্যুত করার যে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, তারই একটা ফলশ্রুতি। এই প্রক্রিয়া, মুক্ত ও সমান নাগরিকের এক গণতান্ত্রিক পাকিস্তান গড়বার যে স্বপ্ন ছিল কায়েদে আজমের, তার প্রকাশ্য পরিপন্থী। তিনি বলেন, ধর্মীয় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়াটা পি. এন. পি র কাজ নয়; কাদিয়ানীদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সাধারণ্যে যে ধারণা প্রচলিত তার উপরে রায় দান করাও পি, এন, পি-র কাজ নয়। তবে, এই পার্টি তার এই দৃষ্টিভঙ্গি পুণর্ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করছে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মীয় বিষয়ে এবং বিতর্কে এভাবে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়াটা সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কোন সুস্থ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। বিবৃতিতে বলা হয়েছে—পার্টি বিশ্বাস করে যে, দেশের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি, যা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং ন্যায্য শ্রমের ফসল ভোগের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। সুতরাং, অসহিষ্ণুতাকে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশরোধকে প্রতিহত করা আবশ্যক। এবং প্রত্যেক নাগরিক, তা তিনি সংখ্যাগুরুর মধ্য থেকেই হোন আর সংখ্যালঘুর, তাঁকে তাঁর জান, মাল, রোজগার এবং অন্য সকল প্রকারের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

বিবৃতিতে পুণর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই পার্টি ১১ই আগষ্ট ১৯৪৭-এর কায়েদে আজমের মৌলিক ঘোষণার (ডিক্লারেশন) স্বপক্ষে, যে ঘোষণার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ধর্ম খোদা ও মানুষের মধ্যকার ব্যক্তিগত ব্যাপার; এতে রাষ্ট্রের করণীয় কিছু নেই, এবং দেশের সকল নাগরিক পাকিস্তান জাতিসত্তার সমান সদস্য। অতএব, বিবৃতিতে এই দাবী করা হয়েছে যে, উক্ত ডিক্লারেশন (ঘোষণা) অনুসারে এবং জাতির স্বার্থে, সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করা উচিত।

['দি মুসলিম' (ইসলামাবাদ) ১লা মে' ৮৪ইং এবং দৈনিক 'ডন' (লাহোর) ৩রা মে' ৮৪ইং]

তাহরিক-এ-ইস্তিকলাল, গ্রেট বৃটেন ঃ

৩১৮, ক্রীকলনুড লেন, লণ্ডন, এন. ডব্লু ২২০ ই; টেলি ঃ ০১ ঃ ৪৫৫—০৬৪৯; মে, ৩, ১৯৮৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

(লণ্ডন, মে ৩,)—২৬ শে এপ্রিল, ১৯৮৪ তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত একটা অর্ডিন্যান্স বলে আহমদী মুসলমানদের নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়া, আজান দেওয়া ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তান বিগত সাত বৎসর যাবত যে অবৈধ এবং নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসনের কবলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে তারই একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে উক্ত অর্ডিন্যান্স। এতে যে বিষয়টি জড়িত তা পুরোপুরি ধর্মীয়। এ ব্যাপারে সারা মুসলিম জাহানের চিন্তাবিদদের ও আলেমদের উচিত আহমদী প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে একত্রে বসা এবং খোলামেলা ভাবে বিষয়টির একটি পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা।

বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে এবং প্রস্তাবিত নির্বাচনের প্রাক্কালে এই প্রশ্নটা উঠা স্বাভাবিক যে, এখন কেন এই ইস্যুটাকে আবার উত্থাপন করা হলো? আর যাই হোক, আমাদেরকে তো এই বুঝটাই দেওয়া হয়েছিল যে, ১৯৭৩ এর সংবিধানে ১৯৭৪ এ যে দ্বিতীয় সংশোধনীটি আনা হয়েছে, তার দ্বারাই উক্ত ৯০ বছরের পুরানো ইস্যুটার চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেছে। অথচ, এখন এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জেনারেল জিয়ার উপরে যেহেতু নির্বাচন অনুষ্ঠানের চাপ আছে এবং যেহেতু মোল্লারা তার দুর্বলতা ঠাহর করতে পেরেছে, সেহেতু তারাও শক্তি ও ক্ষমতার এই লুটে তাদের ভাগ বসাতে চাচ্ছে। তাদের চাপের কাছে জেনারেল জিয়াও ঠিক জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতই অর্বাচীনের ন্যায় নতি স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোথায় আজ ভুট্টো? যে মৌলবীরা তখন ঐ দ্বিতীয় সংশোধনীর জন্য (যাতে আহ্‌মদীদেরকে বলা হয়েছিল 'নট-মুসলিম') তার পক্ষে হাততালি দিয়েছিল, তারা কি তাকে ছেড়েছে? ছাড়েনি। তারা কি জেনারেল জিয়াকেও ছাড়বে? কখনো ছাড়বে না। তাহলে রাজনৈতিক নেতারা কিসের জন্য জেনারেল জিয়ার এই অপরাধের ভাগী হবেন?

তাদের ঘাতন—তালিকার পরবর্তী টার্গেট কি শিয়ারা? যেহেতু শিয়াদের কলেমা ও আজান আলাদা? তাদের মসজিদকে যেহেতু তারা বলে ইমাম-বাড়া? তাছাড়া, আগাখানী ইসমাঈলীরা? তাদেরও আকায়েদ, ধ্যান-ধারণা, এবাদতের পদ্ধতি তো অপরাপর মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? কিংবা আমেরিকান (কৃষ্ণাঙ্গ) মুসলিমরা, যারা এলিজা মুহাম্মদ কে মনে করে জিন্দা নবী? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্ব মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ান মুহাম্মদ আলী হলেন এলিজা মুহাম্মদের অনুসারী। এছাড়াও, আরও এমন বহু ফেরকা আছে যাদের মধ্যে অনুরূপ নানা পার্থক্য বিদ্যমান।

সুতরাং আমি আমার দেশবাসীকে সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। কে, কিভাবে তার ধর্ম পালন করবে সে ব্যাপারে অন্য কারো ফয়সালা দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই। এটা খোদা ও সেই বান্দার মধ্যেকার ব্যাপার। ইসলাম

ঘোষণা করে যে, ইসলামে কোনও জবরদস্তি নেই। সুতরাং আমি এই অর্ডিন্যান্সের তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে এর প্রত্যাহার দাবী করছি। আদর্শের নাম ভাঙ্গিয়ে জনগণকে ব্যবহার করা ঘোর অন্যায়, সে আদর্শ ধর্মের পবিত্র নামেই হোক, আর ডানপন্থী বা বামপন্থী-দের চরম কর্মকাণ্ডের আকারেই হোক।

ইস্তিকলাল পার্টি রাজনীতিতে খামাখা কোন বাজে ফিৎনা আমদানী করতে চায় না। তাই আমরা এই জঘন্য অমানবিক, অসভ্য ও অনৈসলামিক অর্ডিন্যান্সের সম্পূর্ণ বিরোধী।

বঙ্গানুবাদ : **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান** স্বাঃ/জহুর বাট, চেয়ারম্যান।

['ওয়াতন' (লণ্ডন) ৯ই মে' ৮৪ইং প্রকাশিত]

বেগম নাসিম ওলী খান :

"গুরুদুয়ারাসমূহ মেরামত করান হয়, কিন্তু কাদিয়ানীদের মসজিদ নাম ব্যবহার করার অনুমতি নাই।"

লাহোর, ১০ই মে, ('জং' প্রতিনিধি) বেগম নাসীম ওলী খান বলেন, বর্তমান সরকার কেবল ইসলামকে বিক্রয় করতে চান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করিয়া চলিয়াছেন। তিনি গতকাল লাহোর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি বলেন, ইসলামের নামে বিভেদ ছড়ান হইতেছে। হাসান আবদালে গুরুদুয়ারা সমূহ মেরামত করান হইতেছে এবং আহমদীদের জন্য মসজিদের নাম ব্যবহার করার অনুমতি নাই। অথচ ১১ই আগষ্ট '৪৭ ইং ক'য়েদে আজম বলিয়াছিলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে কোন হিন্দু, মুসলমান, শিখ অথবা খৃষ্টান নাই অর্থাৎ সকলই পাকিস্তানী এবং সকলই সমান অধিকার ভোগ করিবে। [দৈনিক "জং" (লণ্ডন) ১১ই মে, ৮৪]

"আহমদীদের অধিকারের জন্যও লড়িব।"

লাহোর—(ওয়াতান নিউজ) বেগম নাসিম ওলী খান একটি সাক্ষাৎকারে 'ওয়াতান'-এর প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, এখন কোন নূতন চেহারা আত্মপ্রকাশ করিবে। সামরিক প্রেসি-ডেন্ট জিয়াউল হক নিজেও চতুর্থ মার্শাল-ল-এর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আগামী সরকার মার্শল-ল-এর মাধ্যমেও আসিবে না ; তথাপি উহা গণতান্ত্রিক সরকারও হইবে না। ...আহমদীদের সম্বন্ধে অর্ডিন্যেন্স জারী করার প্রসঙ্গে বেগম ওলী খান বলেন যে সরকার প্রকৃত সমস্যাগুলি হইতে জনগণের দৃষ্টি সরাইতে চাহিতেছেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের অধিকারের জন্যও লড়িব। তাহারা যদি এতই খারাপ, তাহা হইলে সরকারকে প্রথমে নিজের ঊর্ধতন উপদেষ্টাদের সরাইতে হইবে। তারপর ডঃ আবদুস সালামের বিষয়ে কি ফয়সালা হইবে?' (দৈনিক 'ওয়াতান' লণ্ডন ১০ই মে, ৮৪ইং)

মুসলীম লীগ (পীরপাগাড়া গ্রুপ) :

"কাদিয়ানীদের সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স জাতির পিতা কায়েদে আজমের বিবৃতির পরিপন্থী।" —রহমত আলী, প্রাদেশিক মুসলীম লীগ প্রেসিডেন্ট।

মুলতান, (নিজস্ব সংবাদদাতা)—মুসলিম লীগের (পীরপাগাড়া গ্রুপ,) প্রাদেশিক প্রেসি-ডেন্ট চৌধুরী রহমত আলী আলভী বলিয়াছেন, কাদিয়ানী তৎপরতা অবসানের উদ্দেশ্যে যে অর্ডিন্যেন্স জারী করা হইয়াছে উহা ঐতিহাসিক পাকিস্তান-প্রস্তাব এবং ১১ই আগষ্ট

১৯৪৭ইং ঘোষিত কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক বিবৃতির প্রকাশ্য পরিপন্থী। মুজাফফরগড়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা কালে তিনি বলেন, ধর্ম খোদা এবং বান্দার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সরকারের উচিত ছিল না উহাতে হস্তক্ষেপ করা। কেননা সকল পাকিস্তানী নাগরিক নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ইবাদত ও ধর্ম কর্ম পালন করার ব্যাপারে স্বাধীন এবং ঐতিহাসিক পাকিস্তান-প্রস্তাব এবং কায়েদে আজমের ঐতিহাসিক বিবৃতি মোতাবেক সরকার রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জীবন, সম্পদ, রুজি-রোজগার এবং মানবীয় অধিকার নিশ্চিৎকরণ ও সংরক্ষণে বাধ্য।

(দৈনিক 'জং' (লণ্ডন) ৯ই মে ১৯৮৪ ইং)

অর্ডিনেন্সের প্রতি লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের কঠোর প্রতিবাদ

লাহোর হাই কোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক সভায় আহমদীদের বিরুদ্ধে জারিকৃত অর্ডিনেন্সের প্রতি অভিনন্দন সূচক একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নাকচ হইয়া যায়।

লাহোর, ১৬ই মে,—আজ লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের অনানুষ্ঠানিক অধিবেশন এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট চৌধুরী খালেদ মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ২৬শে এপ্রিল '৮৪ইং আহমদীদের বিরুদ্ধে জারীকৃত অর্ডিনেন্সের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব পেশ করা হইলে, উহা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নাকচ হইয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবটিতে উল্লিখিত অর্ডিনেন্সটিকে ইসলামী আহকাম অনুযায়ী শুধরাইবার জন্যও বলা হইয়াছিল কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপনকারী ব্যক্তি সভায় পেশ করার সময় দ্বিতীয় অংশটিকে প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। তেমনিভাবে প্রস্তাবটির উপর ভোট গণনার পূর্বমুহূর্তে বারের আর একজন সদস্য উহাতে অর্ডিনেন্সর প্রসঙ্গে আলেমদের খেদমত ও শ্রমের প্রতিও অভিনন্দন জ্ঞাপনের কথা এবং সেই সঙ্গে মার্শাল-ল প্রত্যাহারের দাবী সম্বলিত একটি সংশোধনীও মূল প্রস্তাবের সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী উভয়ই উচ্চকণ্ঠে নন্দিত শ্লোগানের গুঞ্জরণের মধ্য দিয়া বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে উক্ত প্রস্তাবটি পেশ হইবার পূর্বে এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পরিষদের সামনে একটি প্রস্তাব রাখেন। উহাতে বলা হইল যে, এসোসিয়েশনে উত্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রস্তাবটি যেহেতু লাহোর হাই কোর্ট বারের মার্শাল-ল সম্পর্কিত অভিমতের পরিপন্থী, সেইহেতু এই প্রস্তাবটি আদৌ উত্থাপন করা যাইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে ফয়সালা করিতে হইবে! হহাতে প্রস্তাব উত্থাপনকারীগণ তাহাদের প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার জন্য জেদ ধরিলেন। পরিশেষে বারের অনুমতিক্রমে তাহাদের প্রস্তাবটি অধিবেশনে পেশ করা হইল। অতঃপর প্রস্তাবটি ভোটে দিলে, উহার পক্ষে মাত্র বারটি ভোট পড়ে এবং একশত পঁচিশ জন সদস্য উহার বিপক্ষে নিজেদের হাত উঠাইয়া তাহা নাকচ করিয়া দেন। প্রস্তাবটি এরূপ ভীষণভাবে নাকচ হইয়া যাওয়ার পর, অনেকক্ষণ পর্যন্ত পরিষদে "সব মানুষের সমান অধিকার" ("সাব ইনসান বারাবার হ্যাঁ") শ্লোগান বার বার গুঞ্জরিত হইতে থাকে।

(সাপ্তাহিক "লাহোর" ২৬শে মে ১৯৮৪ ইং)

অনুবাদ ও সংকলন : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (ক্রমশঃ)

বি,বি,সির প্রতিনিধির সঙ্গে আহমদীয়া জামাত প্রধানের সাক্ষাৎকার

লণ্ডনে আহমদীয়া জামাতের খলিফা সৈয়্যদনা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বি,বি,সির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ২৫শে মে রাত সাড়ে ৯টার প্রোগ্রামে তা প্রচারিত হয়। সাক্ষাৎকারটির বিবরণ এখানে প্রদত্ত হলো।

প্রশ্ন : পাকিস্তান সরকারের নূতন অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : এহেন অর্ডিন্যান্সকে একটি বৈধ আইন বলে অভিহিত করা যায় না। এটি মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ। বর্তমান যুগে মানবাধিকারের প্রশ্নে মানুষ সোচ্চার। কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্যাতনের ক্ষেত্রেও যারা গগণবিদারক ধ্বনি দিয়ে থাকেন, আশ্চর্যের বিষয় তারাও এতবড় একটি বিরাট ঘটনাকে বেমালুম উপেক্ষা করে গিয়েছেন। আমরা জানতাম মানুষের উপর নির্যাতন চালানো হয় তার কাছ থেকে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য। অবশ্য এর বিরুদ্ধেও আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। আর বর্তমান আইনটি রচিত হয়েছে মিথ্যা বলাবার জন্য। শাস্তি এজন্য দেওয়া হবে যে, কেন তারা (আহ্‌মদীগণ) সত্য বলে ! আমার ধর্ম কি সেটাতো আমিই ভাল জানি। আমি যদি আমার ধর্ম ইসলাম বলে জানি তা'হলে যতক্ষণ না আমাকে দলিল-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে আমার ধর্ম ইসলাম নহে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকে অমুসলিম বলতে পারি না। যদি বলি তা'হলে মিথ্যা বলা হবে। তাই নয় কি ?

প্রশ্ন : এখন আপনারা করবেনটা কি ?

উত্তর :- একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যা করা উচিত আমরা তাই করব। আমাদের জামাত কোন রাজনৈতিক দল নয়। আমরা জীবন্ত খোদার উপর বিশ্বাস রাখি। তিনি ইতিপূর্বে কখনও আমাদেরকে পরিত্যাগ করেননি। এহেন ঘটনা আমাদের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা নয়। শতাব্দীকাল ধরে আমরা ঈমানের জন্য নির্যাতন সহ্য করে আসছি। দৃঢ় বিশ্বাস থেকে আমরা কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইনি। বর্তমান সংকট মুহূর্তে আহমদীয়া মসজিদগুলি থেকে এমনি ফরিয়াদ উত্থিত হচ্ছে যে, আযানের অভাব এই দোওয়ার আর্তনাদ পূর্ণ করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন :- আপনারা কি মসজিদকে মসজিদ বলা বন্ধ করেছেন ?

উত্তর :- মসজিদ শব্দ উচ্চারণ করা এক কথা আর মসজিদে মসজিদ লিখিত থাকা ভিন্ন কথা। আসল কথা হল মহানবী (সাঃ) হলেন আমাদের নেতা ও প্রভু। তাঁর সুন্নতকে আমরা আঁকড়িয়ে আছি। তাঁর জীবনে এমন সময়ও গিয়েছে মুসলমানরা উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুলতে পারত না, 'দারে আরকামে' তাদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তে

হত। তাই বলে তাঁরা নামায পড়া ছেড়ে দেননি। খোদার নাম উচ্চারণও বন্ধ করেননি। তবে, শব্দ যাতে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে না যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রেখেছেন। মহানবীর (সাঃ) প্রাথমিক যুগে প্রকাশ্যে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি ছিল না, এমনকি গোপনেও না। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর অন্দরমহলে অবস্থিত মসজিদে ঢুকেও লোককে শহীদ করা হয়েছে। এসব ঘটনা অতীতে ঘটেছে ধর্মের ইতিহাসে। এ কোন নূতন বিষয় নয়। আমরা তাঁর আদর্শকে অনুসরণ করব, যিনি আমাদের মৌলা ও পথ-প্রদর্শক।

প্রশ্ন: পাকিস্তানে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে যে ইসলামাইজেশনের হিড়িক পড়েছে এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর:- এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিগত করেক বৎসর থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিও অত্যন্ত বিপদজনক। এর ফলে আজ যে মোল্লাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে তা ইতিপূর্বে ইসলামে ছিল না। ইসলামে মোল্লাতন্ত্রের নাম-গন্ধও নেই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামকে ব্যবহারের ফলেই এটি ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহর পরিবর্তে মোল্লার কাছ থেকে ইসলামের সার্টিফিকেট নিলে তো এরা প্রাধান্য পাবেই। আর এদের শক্তি বৃদ্ধি হলে এবং সেই শক্তির অপব্যবহার হলে দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি ঘটবেই। আমি মনে করি বর্তমান ঘটনাটি একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, যা ইসলামের নামে মোল্লাতন্ত্রের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকের ধারণা এর দ্বারা কমুনিজমকে রোধ করা যাবে। এটিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এর দ্বারা যেমন ইসলামের দুর্নাম হবে তেমনি লাভ হবে আমেরিকার। আমাদের একটি ধর্মীয় পটভূমি রয়েছে, তবে তা কপট ধার্মিকদের মত নয়। আমরা প্রকৃত সত্যের প্রতি বিশ্বাসী। আমরা খোদার উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি এবং দোওয়ার উপর অটল আস্থা রাখি। প্রত্যেক জুলুমের পর আল্লাহ আমাদের উন্নতি সাধন করেছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। এটি কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটবে। এটা চিরন্তন সত্য যে, যখনি যে জাতির উপর দমন-নীতি প্রয়োগ করা হয় তখন সেই জাতি উন্নতি সাধন করে।

প্রশ্ন: এই আইন কার্যকর হওয়ার পর কি আপনাদের সংখ্যা হ্রাসের কোন খবর এসেছে?

উত্তর: এ ব্যাপারে প্রশ্নই আসে না; এটি অসম্ভব। অতীতে এধরণের প্রতিটি পদক্ষেপের পর আমাদের সংখ্যা অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪ সনের পর আমাদের বিরোধীদের সবচাইতে মনোকষ্টের কারণ হল এই যে, আমাদেরকে "নট মুসলিম" ঘোষণা সত্ত্বেও এই উচ্চ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পূর্বের চাইতে অধিক হারে লোকেরা আহমদীয়ত গ্রহণ করেছে। যদি তাই না হত তাহলে ঐ আইনের বিদ্যমানতায় নূতন পদক্ষেপ গ্রহণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাঁদের বর্তমান পদক্ষেপ প্রমাণ করছে যে, প্রতিটি বিপর্যয়ের পর আমাদের শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৯৭৪ সনে তৎকালীন সরকার পরিষদের মাধ্যমে আপনাদেরকে অমুসলীম ঘোষণা করেছিল। ঐ পরিষদ ছিল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। অতএব, এটাকে কি জনগণের রায় বলে অভিহিত করা যায় না? আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে যে, আপনারা নাকি জনগণের রায়কে উপেক্ষা করে চলেছেন।

উ: আসল প্রশ্ন হল ধর্ম কি জনগণের তৈরী না খোদার তৈরী? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। সর্বাগ্রে এর উত্তর জানা দরকার। ধর্ম যদি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা'হলে তো নবী মাত্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক অস্বীকার করেছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে গণরায়ও দিয়েছিল। অতএব, এটি একটি অবান্তর দাবী। জনসাধারণ কারো সম্বন্ধে যা ইচ্ছা ধারণা পোষণ করতে পারে, তারা সে ব্যাপারে আইনও রচনা করতে পারে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব যে কেউ নিজে নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণাই পোষণ করতে পারবে না? এই দু'টি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যদি কাউকে কুকুর বলে তা'হলে হয়ত বলা যাবে যে, কুকুর বলার অধিকার তার আছে। কিন্তু তাই বলে এ বিষয় কি করে চাপিয়ে দেওয়া যায় যে, যাকে কুকুর বলা হয়েছে তাকে কুকুরের মতই জীবন যাপন করতে হবে?! এটা করার অধিকার কি করে থাকতে পারে? তৎসঙ্গে যদি এও বলে দেওয়া হয় যে, তুমি এখন থেকে মানুষের মত কথা না বলে ঘেউ ঘেউ করবে। এটা কি সম্ভব? জনসাধারণের অধিকারের একটা সীমারেখা আছে। তেমনি ব্যক্তিরও অধিকারের একটা সীমা আছে। উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক সীমা নির্ধারিত। কোরআন করীমও এই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম ও মানবতাবাদ এই আদর্শের বুনিয়াদকে রক্ষা করে চলেছে।

প্রশ্ন : আপনার সম্প্রদায়ের উপর অভিযোগ করা হয় যে আপনারা নাকি সেনাবাহিনীতে ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে একটা অবস্থান নিয়েছেন, যা পাকিস্তানের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে।

উত্তর : এটি একটি নিরেট মিথ্যা বৈ অন্য কিছু নয়। রানকাচে ব্রিগঃ ইফতেখার, ছাম জুড়িঁয়া সেক্টরে জেনারেল আখতার মালিক, চাবিন্দার বীর জেঃ আবদুল আলী আজও জীবিত। এরা সবাই আহমদী। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলি আহমদীদের অবদানের উজ্জল প্রমাণ। এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যার দ্বারা আহমদীদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করা যায়। পাকিস্তানের ইতিহাসে আহমদীদের অবদান প্রথম সারিতে রয়েছে। কায়েদে আযম কি জানতেন না কি ঘটছে? তিনি কেন আহমদীদেরকে নিয়োগ করেছিলেন? জাফর উল্লাহ খানকে তিনিই তো মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। তাদেরকে ভাল করেই জানতেন। আগেও যারা তাদের শত্রু ছিল এবং আজও যারা আমাদের শত্রুতায় লিপ্ত তারাই এক-কালে পাকিস্তানের শত্রু। আজ তারা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। আর ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আহমদীরা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। যুগে যুগে এমনি হয়ে আসছে। ধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : পাকিস্তানের বাইরে বিভিন্ন দেশে আপনাদের বড় বড় জামাত রয়েছে। মুসলিম বিশ্বেও অল্প-বিস্তর রয়েছে। সেই মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে আপনাদের কিরূপ সম্পর্ক ?

উত্তর : মুসলিম প্রধান দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তার মূলে রয়েছে সেখানকার আলেম সম্প্রদায় অত্যন্ত ভদ্র। তাঁরা পাক-ভারতের মোল্লাদের অনুরূপ নহেন। দুর্ভাগ্যবশত পাক-ভারতের একধরণের উলামা এসব দেশে গিয়ে একতরফাভাবে বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছে যা প্রতিহত করার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। মোল্লাদের একতরফা কথা শুনে ওরা ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং আমাদের সম্বন্ধে বিরূপ হয়ে উঠেন। যাই হোক, আমাদের সম্পর্কে যে যাই ভাবুক না কেন আমরা তাতে পরোয়া করি না। আমাদের একমাত্র পরোয়া হল আল্লাহ সম্বন্ধে। তিনি আমাদেরকে কি ভাবেন তাই আমাদের চিন্তার বিষয়। আপনি জেনে রাখুন, খোদার দরবারে কিন্তু আমাদের উপর ফতোয়া দেবার জন্য কোন মৌলভী বসে নেই।

উল্লেখ্য যে ২৬শে মে তারিখ সকালেও বি,বি,সি, থেকে আহমদীয়া জামাত প্রধানের একটি ইংরাজী সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

বাংলায় অনুবাদ : **চৌধুরী আহমদ তওফিক ও মাজহারুল হক**

মজলিসে আনসারুল্লাহর জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সকল মজলিসের নাযেম মালকে জানান যাইতেছে যে, আনসারুল্লাহর নূতন রশিদ বই এবং হিসাব রাখিবার জন্য দৈনিক জমা বহির ফরম ও খতিয়ান ফরম ছাপা হইয়াছে। এইগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য সকল মজলিসকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যাহারা পত্র লিখিবেন তাহাদিগকে ডাকযোগে পাঠান হইবে ইনশাল্লাহতায়ালা। আর যাহারা নিকটে আছেন তাহারা যেন অত্র দপ্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া নেন।

মোঃ শামসুর রহমান
মোতামাদ মাল, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১১

শুভ বিবাহ

বিগত ১৮ই মে ১৯৮৪ ইং শুক্রবার দিনাজপুর জেলার আহমদনগর নিবাসী মৌলভী নজরুল ইসলাম প্রধান সাহেবের তৃতীয়া কন্যা মোছাম্মৎ হাছনা হেনা বেগম-এর শুভ বিবাহ মন্দভাগ নিবাসী মরহুম ইদ্রিস সাহেবের পঞ্চম পুত্র মোহাম্মদ সুলতান আহমদ-এর সহিত ৬০০১/ টাকা দেন মোহর ধার্যে চট্টগ্রাম আঃ আঃ মসজিদে জুমার নামাজের পর সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিবাহ পড়ান চট্টগ্রাম জামাতের আমীর মৌলভী গোলাম আহমদ খাঁন সাহেব। উক্ত বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংবাদ

হযরত খলিফাতুল মসীহ :

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এবং তাঁহার বেগম সাহেবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণসহ সহী-সালামতে আছেন। লণ্ডন মসজিদে হুজুর (আইঃ) প্রত্যহ মাগরেব ও এশা-র নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে 'মজলিশে এরফান' জারী রাখিয়াছেন।

দাওয়াত-এ-ইলাল্লাহর সফলতা

অতি সম্প্রতি লণ্ডনে দুইজন ভ্রাতা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সৌন্দর্য ও সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধচিত্তে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর পবিত্র হস্ত মোবারকে বয়েত গ্রহণ করিয়া আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন (আলহামদুলিল্লাহ)।

তাঁহাদের একজন বৃটেনের ক্রয়ডন-এর অধিবাসী মিঃ ডেভিড ম্যাক ডোনাল্ড, অপরজনকে পূর্ব লণ্ডনের বাসিন্দা জনাব মোঃ আরশাদ।

উভয় ভ্রাতার পূর্ণ এস্তেকামাত ও ঈমানের মজবুতীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে।

জুময়ার খোৎবা (১৮ই মে '৮৪)

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) গত ১৮ই মে ১৯৮৪ রোজ শুক্রবার লণ্ডন মসজিদে যে খোৎবা প্রদান করিয়াছেন তাহার সার সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

হুজুর তাশাহুদ, তায়াউয, ও সুরা ফাতেহা সুরা 'আল-আলাক'-এর শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং উহাদের অনুপ্রেরণামূলক, হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর তফসীর প্রদান করেন। হুজুর বলেন, জামাত বর্তমানকালে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে তৎ-সম্পর্কে ১৪শত বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করা হইয়াছে। আয়াতগুলিতে পরিস্কার ভাবে জামাতের বিজয়ের পূর্ণ লক্ষণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। যদিও বিরুদ্ধবাদী শক্তিসমূহ আমাদিগকে এবাদত-বন্দেগীতে বাধা প্রদান করিতেছে, কিন্তু পরিণামে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কঠোর হস্তে ধৃত হইবে, কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা ও অপবিত্র। তাহাদের বন্ধুগণ তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না এবং আল্লাহতায়ালার বাহিনী তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবেন কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্তদের মোকাবেলায় কেহই টিকিতে পারে না। এক্ষণে, আল্লাহ্‌তায়ালার তকদির ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়াছে যে, জামাত আরও সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

উক্ত লক্ষ্য অর্জনে হুজুর (আইঃ) জামাতের সম্মুখে সাতটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী পেশ করেন—

১। গভীর মনোনিবেশ ও একাগ্রতা সহকারে অবিরাম দোওয়া জারী রাখা। ২। তবলীগের ময়দানে প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা। ৩। পুস্তকাদি প্রকাশনা ও বিতরণ তরান্বিত করা। ৪। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করা। ৫। তবলীগের জন্য কেসেট ও ভি, সি, আর-এর ব্যাপক

ব্যবহার। ৬। বিবিধ ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ তরান্বিত করা। ৭। সমগ্র বিশ্বে জামাতী কার্যক্রম সমন্বিত করার লক্ষ্যে দুইটি কম্‌প্লেকস্‌ নির্মাণ করা হইতেছে। একটি বৃটেনে এবং অপরটি পশ্চিম জার্মানীতে। (এই সম্পর্কে হুজুর যথাসময়ে খোৎবা প্রদান করিবেন বলিয়া জানান)।

হুযুর (আইঃ)-এর পত্র ঃ

২০/৫/৮৪ ইং হুজুর (আইঃ) মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এর নিকট যে পত্র প্রদান করেন উহার সার-সংক্ষেপ জামাতের বন্ধুগণের অবগতির জন্য নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

"আমি দোওয়া করি আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে সকল পদক্ষেপে এস্তেকামাত ও বিজয় দান করুন, এবং যাবতীয় অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন।

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে, আসমানে ইহা ফয়সালা হইয়া গিয়াছে যে পরিণামে আহমদীয়াত-ই বিজয় লাভ করিবে, তবে অবশ্যই আমাদের পবিত্র দায়িত্বাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে। আমরা দোওয়া ও আত্মবিলীনতার দ্বারা তাঁহারই সাহায্য ও হেফাজত কামনা করি।

সংকলন ঃ—মোঃ হাবিবুল্লাহ

মোহতারম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের ইন্তেকালে সমবেদনা জ্ঞাপন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নায়েব আমীর (আওয়াল) মোহতারম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের সহসা ইন্তেকালে পাঞ্জাব (পাকিস্তান) জামাত আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব, রাবওয়া হইতে নায়েব উমূরে আ'মা মোহতারম মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব এবং নায়েব নাযের ইসলাহ্‌ ও ইরশাদ মোহতারম মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে তাঁহাদের প্রেরিত পত্রে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিয়া মরহুমের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন এবং বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির প্রতি তাহাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ১৮ই মে, '৮৪ইং তারিখে লিখিত মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেবের পত্রের একাংশের অনুবাদ করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

"মরহুম চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশ জামাতের জন্য একজন অত্যন্ত কল্যাণকর ও প্রাণবন্ত কর্মশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুখলেস ও সংবেদনশীল ছিলেন এবং জামাতের সর্বমুখী উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিপুল প্রেরণা এবং কাজ করার ক্ষমতা ও জযবা ছিল তাঁহার অন্তরে। বাংলাদেশ জামাত তাঁহার কাজ ও খেদমত কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। মৃত্যু প্রত্যেকের জন্যই অবধারিত কিন্তু ঐ সকল লোকের মৃত্যু বস্তুতঃপক্ষে বড়ই দুঃখ-জনক ও মর্মপীড়ার কারণ হয় যাহারা কার্যতঃ নিজদিগকে সেলসেলা এবং মানবজাতির জন্য ওক্‌ফ করিয়া রাখে। মরহুম চৌধুরী সাহেব নিঃসন্দেহে ঐ শ্রেণীর লোকদেরই অন্তর্গত ছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া বড়ই স্বস্তি বোধ করি যে, মরহুম তাঁহার মহান পিতা হযরত আবুল হাশেম খান সাহেবের পুণ্য স্মৃতি ও আদর্শকে জিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তান-দের মধ্যেও দ্বীনি খেদমতের জোশ ও স্পৃহা জাগরুক রহিয়াছে।"

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
মজলিশে শুরা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২৫, ২৬ ও ২৭শে মে, ১৯৮৪ রোজ শুক্র শনি ও রবিবার ঢাকাস্থ দারুত তবলিগে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ম মজলিসে শুরা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথম দিবস ২৫শে মে '৮৪ বিকাল ৪ ঘটিকায় মসজিদ ভবনের দ্বিতলে মজলিসে শুরা শুরু হয়। শুরার সবগুলি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর মজলিসে শুরার নিয়মাবলী ও অন্যান্য আনুষংগিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এই শুরা কমিটির সেক্রেটারী জনাব ভিজির আলী সাহেব। অতঃপর দোওয়া পরিচালনা ও উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। অতঃপর শুরায় নিম্নোক্ত দুইটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়ঃ

(ক) ফাইনান্স সাব-কমিটি (খ) ইসলাহ-ও-ইরশাদ সাব কমিটি

ফাইনান্স সব-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন রাজশাহী জামাতের প্রতিনিধি জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার ও ইসলাহ-ও-ইরশাদ সাব কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জনাব মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব। উভয় কমিটি শুরার প্রথম দিনে মুলতবী ঘোষণার পর তাহাদের উপর ন্যাস্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায়। এই অধিবেশনে উল্লিখিত দুই কমিটি তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। জামাতের আগামী আর্থিক বৎসরের (১৯৮৪-৮৫) বাজেট এই শুরায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৃতীয় দিবসের অধিবেশনও শুরু হয় বেলা ৩ ঘটিকায়। এই অধিবেশনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী সাহেবানদের রিপোর্ট ও অন্যান্য বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচিত হয়।

অতঃপর আগামী বৎসরের বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ জামাতসমূহের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই শুরায় বাংলাদেশের ৩০টি জামাত হইতে ৯৬ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। শেষ দিনে বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহর প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবাও পর্দার অন্তরালে উপস্থিত ছিলেন।

সমাপ্তি ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বর্তমান পরিস্থিতিতে হুজুর (আইঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক দোওয়া, তাহাজ্জুদ ও সদকা জারী রাখার তাহ্‌রিক করেন। দোওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি এইরূপ ঘটনা বর্ণনা করেন যাহার ফলে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সমাপ্তি ভাষণের পর অংশগ্রহণকারী বন্ধুগণ হৃদয়বিদারক স্বকাতর দোওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌-তায়ালার সমীপে আহমদীয়াতের বিজয় ও বর্তমান পরিস্থিতিতে এস্তেকামাত, নিরাপত্তা ও সাফল্য কামনা করেন। ওয়াসসালাম।

—এ, কে, রেজাউল করিম

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক

তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাশ সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ১১ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১০ম বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ ঢাকায় দারুত তবলীগে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

১১ই মে, '৮৪ রোজ শুক্রবার জুময়ার নামাযের পর উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর আহাদ পাঠ করান বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক রচিত 'দো ঘড়ি সাব্‌র ছে কাম লো সাথীয়ো' নযমটি সুকণ্ঠে পাঠ করে শুনান ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসের খাদেম জনাব নাসির আহমদ।

উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ক্লাশে যোগদানকারী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এর তাহরীক 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আজ যেমন দুনিয়াতে সত্য প্রচার করতে গিয়ে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে তেমনি অতীতে সকল নবী রসুলগণ এমনিভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয়েছে। যারা বিরোধিতা করেছে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত, পর্যুদস্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। যারা আজান না দিতে ফরমান জারী করে, নিজেকে মুসলমান বললে শাস্তি দেয়ার হুমকি দেয়, মসজিদ শব্দ মুছে ফেলতে নির্দেশ দেয়, তাওহিদের কলেমা যারা তুলে দিতে চায়, তারা অতীতেও খোদ তায়ালার হাতে পাকড়াও হয়েছে, তেমনি বর্তমানেও খোদাতায়ালার হাত থেকে এরা নিষ্কৃতি পাবে না। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, এ যুগে আল্লাহতায়ালা তার মামুর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। তার অবর্তমানে তাঁর খলিফা বিশ্বব্যাপী সেই কাজ করে চলেছেন। পরিশেষে মোহতারম আমীর সাহেব সকলকে অত্যন্ত গিরিয়াজারীর সাথে দোয়া করার আহ্বান জানান।

১০দিন ব্যাপী ক্লাশে মোট ২১টি মজলিস থেকে নিয়মিত ৬৫ জন খোদ্দাম আতফাল যোগদান করে দ্বীনি জ্ঞান হাসিল করেন। কোরআন, হাদীস, উর্দু, দ্বীনি মালুমাত, তবলীগি মসলা মাসায়েল, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী, হযরত আহমদ (আঃ)-এর জীবনী, খেলাফতের বারাকাত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাত, রুসম ও রেওয়াজ প্রতিরোধ ইত্যাদির উপর শিক্ষা প্রদান করা হয়। সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব, ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব, জনাব মোস্তফা আলী সাহেবসহ আরো অনেকে শিক্ষা দান করেন।

বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায, পাঁচ ওয়াক্ত বা-জামাত নামায, দোওয়া, জিকরে ইলাহী ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এক রুহানী পরিবেশের মধ্যে এই দশটি দিন অতিবাহিত হয়। ক্লাশের শেষ দুইদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হয়।

২০শে মে, রবিবার বাদ মাগরেব পুরুস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অসুস্থতার কারণে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব আমীর-২। সমাপ্তি ভাষণের পর ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়। তারপর আহাদনামা পাঠ করান জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব। ইজতেমায়ী দোওয়ার পর ক্লাশের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল, ন্যাশনাল মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

খেলাফত-দিবস উদযাপিত

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পবিত্র ও মহান খেলাফত-দিবস ২৭শে মে তারিখে বাংলাদেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামাত সমূহে যথারীতি পূর্ণ গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে উদযাপিত হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে-রসুল (সাঃ) বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্ববাদী সম্মত আকিদা ও সুনির্দিষ্ট অভিমত অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনে একমাত্র তাঁহারই মাধ্যমে "খেলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুওয়াত" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত। সুতরাং জামাত আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা—হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক ১৯০৫ সনে প্রণীত 'আল-ওসিয়ত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহার ইন্তেকালের পরবর্তী দিবস ২৭শে মে ১৯০৮ ইং আহমদীয়া জামাতে আল্লাহ্‌তায়ালার অসাধারণ কুদরত ও রহমতের চিরস্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ সেই প্রতিশ্রুত 'খেলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুওয়াত'-এর স্বর্গীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়—ইহার ধারাবাহিক শৃঙ্খলে বর্তমান খলিফা (৪র্থ) হইলেন সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' মির্যা তাহের আহমদ (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা বে-নাসরিহিল আযীয)। জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্‌তায়ালার মহান ও অবশ্যম্ভাবী ওয়াদা সমূহ অনুযায়ী সকল প্রকার কঠিনতম সংকটাবলী সদা অলৌকিক ভাবে উত্তরণের মধ্য দিয়া খেলাফতের স্বর্গীয় নেতৃত্বাধীনে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ঐতিহাসিক রুহানী অগ্রাভিযানে সার্বিক সাফল্যের সহিত ধাবমান রহিয়াছে। খেলাফতের মাধ্যমে "মনোনীত ধর্মের তামকানাত (সুপ্রতিষ্ঠা) লাভ এবং সকল খওফ ও ভীতি আমন ও শান্তিতে পরিবর্তিত" হওয়া সম্পর্কীয় অভ্রান্ত ঐশী ওয়াদা (সুরা নুর, ৭ম রুকু) অনুযায়ী, ধর্মীয় জগতের নজিরবিহীন বর্তমান সংকটেও, যাহা পাকিস্তানে দেখা দিয়াছে—জামাত আহমদীয়া ইনশাআল্লাহ নিঃসন্দেহে সর্বদার ন্যায় অধিকতর শক্তিশালী ও কল্যাণকর হইয়া অভ্যুত্থিত হইবে। "ওয়া কানা আমরাম-মাকযীয়া।"

হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ) পৃথিবীর সকল আহমদীকে "মান আনসারী ইলাল্লাহ্‌'র স্বর্গীয় আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছেন। আহমদীরা তাহাতে "নাহ্‌নু আনসারুল্লাহ" বলিয়া সারা দিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে নিজেদের প্রতিজ্ঞা সর্বতোভাবে পূর্ণ করিবার সামর্থ্য ও সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য, বিগত ২৭শে মে '৮৪ইং রবিবার বাদ মাগরিব ঢাকা জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে 'খেলাফত-দিবস' উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন সদর মুরুব্বী মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, খাকসার (আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী) এবং এই সভার সভাপতি মোহতারম মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েব আমীর-২, বাঃ আঃ আঃ ও আমীর, ঢাকা জামাত)। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ ব্যতীত বাংলাদেশ আঃ আঃ-এর বার্ষিক মজলিসে শুরা উপলক্ষে আগত বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্ট ও নোমায়েন্দাবৃন্দ। উক্ত সভা রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায় ইজতেমায়ী দোওয়ার সহিত সমাপ্ত হয়।

—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar